# লাগাতার আন্দোলন ও দাবি আদায়ে এস ইউ সি আই

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জনগণের সামনে নানা দল সত্য-মিথ্যা নানা বক্তব্য হাজির করলেও আসলে পক্ষ এখানে দুটি। একপক্ষে রয়েছে উন্নয়নের ধ্বজাধারী, ধনীদের স্বার্থরক্ষক দল ও জোট, অন্যদিকে প্রতিবাদ ও গণআন্দোলনের পুরোধা এস ইউ সি আই। দিল্লিতে সরকার বদলেছে কিন্তু নীতি বদলায়নি। রাজ্যে টানা ত্রিশ বছর চলছে সিপিএমের শাসন। কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রবর্তিত, পূর্বতন বিজেপি-তৃণমূল জোট সরকার অনুসৃত নয়া আর্থিক নীতিই নানা বাক্‌চাতুরির আড়ালে মেকি বামপন্থী সিপিএম নেতৃত্ব এ রাজ্যে কার্যকর করছে। ক্ষমতাসীন দলগুলি সকলেই বলছে ''উন্নয়ন'' হচ্ছে। প্রশ্ন হল, কার উন্নয়ন? রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই সরকারেরই ঋণের বোঝা লক্ষ কোটি টাকারও বেশি — যা জনগণকেই শোধ দিতে হচ্ছে। তথাকথিত উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও কৃষির অগ্রগতির ঢক্কানিনাদের আড়ালে চাপা দেওয়া হচ্ছে বেকার, ছাঁটাই শ্রমিক ও গরিবের কান্না। বেকার বাড়ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে; হাসপাতালের চার্জ, ওষুধের দাম, স্কুল-কলেজের বেতন-ফি, শিক্ষার খরচ, পরিবহনের ভাড়া — সবই বাড়ছে; ছাঁটাই শ্রমিক মরছে, আত্মহত্যা করছে; চাষী ফসলের দাম পাচ্ছে না, ঋণের ফাঁদে পড়ে আত্মহত্যা করছে; খরা-বন্যা-ভাঙনে সর্বস্বান্ত মানুষ না খেয়ে মরছে গ্রাম বাংলায়। শহরে হকার ও জনবসতির লক্ষ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদের মুখে; শিল্পায়নের নামে চাষীর জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, পথে বসানো হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন এবং মালিকঘেঁষা আর্থিক নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনছে।

এর বিরুদ্ধে রক্ত ঢেলে, প্রাণ দিয়ে, পুলিশ ও সিপিএম-এর গুণ্ডাবাহিনীর মোকাবিলা করে আন্দোলন করে চলেছে এস ইউ সি আই। এই আন্দোলনগুলিতে এ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক কর্মী আহত হয়েছে, ৯৭১ জন কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চলছে।



প্রবীণ কৃষকনেতা, এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড আমীর আলি হালদার, কমরেড সুজাউদ্দিন আখন্দ, মোকারম খাঁ, অশোক হালদার সহ শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় পুলিশের গুলিতে এবং সিপিএম গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে ১৪৯ কমরেড প্রাণ দিয়েছেন। ন'বারের বিজয়ী বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ ২৮ জন কমরেড মিথ্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। মাধাই হালদার, আব্দুল ওদুদ, তন্ময় মুখার্জীর মতো কত কমরেড শহীদ হয়েছেন আন্দোলনের ধারায়। আজ নানা কানুনি পথে সিপিএম গণআন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করছে, বাধা সৃষ্টি করছে, বার বার গদিতে বসার জন্য মালিকশ্রেণীর সেবা করছে। অন্যদিকে জনস্বার্থে আন্দোলন করে দাবিপূরণে বাধ্য করছে এস ইউ সি আই। এই পুস্তিকা সেই লড়াই ও বিজয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

## ভাষা শিক্ষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিজয়

বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-যুবকদের অনেকেরই হয়তো একথা জানা নেই যে, সিপিএম ফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথেই শোষিত মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে কংগ্রেসের মতই একের পর এক পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকে তারা তুলে দেয়, পাশফেল প্রথা বাতিল করে। ফলে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। শুধুমাত্র ধনীর ছেলে-মেয়েরাই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এই সুযোগ পায়। ফলে সমাজে দুই শ্রেণীর নাগরিকের সৃষ্টি হয়। এরকম একটি সর্বনাশা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একমাত্র এস ইউ সি আই দল প্রতিবাদ করে, গড়ে

তোলে আন্দোলন। ধীরে ধীরে রাজ্যের শিক্ষিত মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসতে থাকেন। সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দনাথ বসু, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, শৈলেশ দে সহ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গড়ে ওঠে শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি। পাশাপাশি ডি এস ও'র নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। রাজ্য জুড়ে চলতে থাকে মিটিং, মিছিল, স্বাক্ষর সংগ্রহ, আইন অমান্য। হাজার হাজার মানুষ কারাবরণ করেন, পুলিশ ও সিপিএমের ঠ্যাঙাড়েবাহিনীর অত্যাচার সহ্য করেন। প্রায় দু'দশক আন্দোলন চলার পর '৯৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি পার্টি বাংলা বন্‌ধের ডাক দেয়। স্বতঃস্ফূর্ততায়, আন্তরিকতায়, ব্যাপ্তিতে এই বন্‌ধ গণআন্দোলনে ইতিহাস সৃষ্টি করে। প্রবল জনমতের চাপে সিপিএম সরকার প্রাথমিকে ইংরেজি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। গণআন্দোলনে এ এক ঐতিহাসিক বিজয়, যা পশ্চিমবাংলার মানুষের মনে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই আন্দোলনের প্রভাব দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষকে গণআন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে আন্দোলনের পাশাপাশি দলের উদ্যোগে চলছে প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান। উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সকল ছাত্রের শিক্ষার সুযোগ, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-সাম্প্রদায়িকীকরণের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে সর্বভারতীয় স্তরের সঙ্গে এ রাজ্যেও চলছে 'সেভ এডুকেশন' আন্দোলন। ফি কমানো, আসন বাড়ানো, দুর্নীতি রোধ প্রভৃতি বহু দাবি আদায় হয়েছে আন্দোলনের মাধ্যমে। আর এই ঐতিহাসিক শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছেন দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ্, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক সহ অসংখ্য অভিভাবক, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক, মহিলারা।

## বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন ও জয়

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের নয়া বিদ্যুৎনীতি মেনে নিয়ে রাজ্য সরকারের জনবিরোধী বিদ্যুৎনীতি ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্যুৎগ্রাহকদের সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) লাগাতার আন্দোলন বহুক্ষেত্রে

যেমন রাজ্য সরকারকে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে তেমনই ছিনিয়ে এনেছে বহু জয়।

২৭ জানুয়ারি, '০৩-এর বাংলা বন্‌ধে শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহন প্রভৃতির সাথে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি রোধ ছিল অন্যতম দাবি। বন্‌ধে রাজ্যের মানুষের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করে রাজ্য সরকার সাময়িকভাবে পিছু হঠে, বিদ্যুতের অভিন্ন মাশুলনীতি স্থগিত করে। ২০০৩ সালের ২৯ মে অতিরিক্ত সিকিউরিটি চার্জের প্রতিবাদে হাজার হাজার বিদ্যুৎগ্রাহক বিদ্যুৎমন্ত্রীর দপ্তর মহাকরণে তুমুল বিক্ষোভ দেখায়। ২০ জুন, ২০০৩ থেকে রাজ্যে লাগাতার বিদ্যুৎ বিল বয়কট শুরু করেন গ্রাহকরা। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বয়কট আন্দোলনে পুলিশ ও সিপিএমের ঠ্যাঙাড়েবাহিনী হামলা চালায়। ২৪ জুন '০৩ 'অ্যাবেকা'র সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ১৯ জুলাই '০৩ সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ আলো বর্জন আন্দোলনে গ্রাহকরা বিভিন্ন স্থানে মোমবাতি নিয়ে মিছিল করেন।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৯ জুন '০৫ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অফিসে হাজার হাজার গ্রাহক বিক্ষোভ দেখান। ১৯ জুলাই রাজ্যব্যাপী ১ ঘণ্টা পথ অবরোধে ব্যাপক সংখ্যক কৃষক অংশগ্রহণ করেন। ২৫ আগস্ট হাজার হাজার কৃষকের দৃপ্ত মিছিলে কেঁপে ওঠে কলকাতা মহানগরী। কিন্তু চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী সিপিএম সরকার সাধারণ গ্রাহকদের দাবিতে কর্ণপাতই করেনি শুধু নয়, ২৭ অক্টোবর রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ দপ্তরের সামনে কৃষকদের বিক্ষোভে নৃশংসভাবে লাঠি-গ্যাস-গুলি চালায় পুলিশ, বর্বরতায় যা একমাত্র গুরগাঁও-এ পুলিশি অত্যাচারের সঙ্গেই তুলনীয়। পুলিশের গুলিচালনায় বুলেটবিদ্ধ হয়েছেন নদীয়ার খুদ্দার শেখ, উত্তর ২৪ পরগণার রামপ্রসাদ সরকার; গুরুতর আহত হন ৮০ বছরের প্রবীণ কৃষক সহ ১৬ জন। পুলিশ ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠায়। ৩ জানুয়ারি '০৬ হাজারেরও বেশি কৃষক এসপ্ল্যানেডে আমরণ অনশনে বসেন। চারদিন অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই। পুলিশ অনেককেই জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী দাবি মেনে নিয়ে ২০ কোটি টাকা ভর্তুকি, আহতদের ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার দায়িত্বের কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় টালবাহানা করলে পুনরায় ২১ জানুয়ারি '০৬ বিদ্যুৎপর্ষদের চেয়ারম্যানের সাথে অ্যাবেকা নেতৃত্বের বৈঠক হয়। অনশন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদায় করা ২০ কোটি টাকা ভর্তুকিতে মিটারবিহীন কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের গড়ে বছরে ২০০০ টাকার মতো মাশুল কমেছে।

## হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদ

জনস্বাস্থ্যকে কার্যত বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার একদিকে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করছে, অন্যদিকে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবসাকে উৎসাহিত করছে। এর ফলে বিরাট সংখ্যক

গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগটুকুও থাকছে না। এই চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে ডাক্তার, নার্স সহ চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত নানা স্তরের মানুষ, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'। কমিটির ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে বর্ধিত চার্জ কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০% — ৫০% পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। সরকার ঠিক করেছিল ১৫০০ টাকার বেশি মাসিক আয় হলে তারা ফ্রি চিকিৎসা পাবে না। আন্দোলনের চাপে ২০০০ টাকা আয় পর্যন্ত ফ্রি চিকিৎসা দিতে বাধ্য করা সম্ভব হয়েছে। আর জি কর হাসপাতালে 'কার্ডিও ভাসকুলার সায়েন্স' বিভাগের বেসরকারীকরণ রুখে দেওয়া গেছে। যাদবপুর কে এস রায় টিবি হাসপাতাল বিক্রি করে দেওয়া এবং মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতাল ও ধুবুলিয়া টিবি হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন হয়েছে। আর্সেনিক আক্রান্তদের জন্য পি জি এবং ট্রপিক্যালে ফ্রি চিকিৎসার দাবি আদায় করা গেছে। পার্টির উদ্যোগে গঠিত আর্সেনিক দুষণ প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলনের চাপে আর্সেনিকপ্রবণ এলাকাগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। লাগাতার আন্দোলনের চাপে দফায় দফায় এ পর্যন্ত ১৫১২ জন নার্সের স্থায়ী চাকরি হয়েছে। এছাড়াও ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে জরুরিকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে কলকাতা পুরসভায় বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে।

জেলায় জেলায় প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিকে 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে'র নামে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং বেসরকারি মালিকদের হাতে তা তুলে দেওয়া বা বন্ধ করে দেওয়া রুখে দিতে পেরেছে। বহু প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে ডাক্তার, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ এবং ওষুধ সরবরাহের দাবি আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

## ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন

দফায় দফায় পরিবহনের ভাড়া-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই প্রথম থেকেই লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছে। বহু ক্ষেত্রেই ভাড়া কমাতে বাধ্য করেছে সরকার অথবা মালিকদের। প্রতিটি ক্ষেত্রেই



সরকার আন্দোলনের উপর ঠ্যাঙাড়েবাহিনী ও পুলিশ নামিয়ে অকথ্য অত্যাচার চালায়। '৮৩ সালে বাসভাড়া-বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন কমরেডস্ হাবুল রজক ও শোভারাম মোদক। '৯০ সালে পুলিশের গুলিতে নিহত হন দলের কিশোর কর্মী কমরেড মাধাই হালদার, গুলিবিদ্ধ হন আরও ৩২ জন আন্দোলনকারী। '০২ সালে ৬ আগস্ট এসপ্লানেডে পুলিশ মহিলা কর্মীদের প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করে। '০৩ সালের ৩০ মে-র আন্দোলনে সরকার পুনরায় পুলিশি বর্বরতা নামিয়ে আনে। '০৫ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

সরকারের অবিরাম ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যেতে যাত্রী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে 'পরিবহণ যাত্রী কমিটি'। এছাড়াও আন্দোলনের চাপে জেলায় জেলায় বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার, বন্ধ হয়ে যাওয়া রুট চালু প্রভৃতি দাবি আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

## সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন

দেশি-বিদেশি মালিক পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করতে দেশের কল-কারখানা নদী-জল-খনি-বন-জঙ্গল প্রভৃতি সম্পদকে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি। এ রাজ্যে সুন্দরবনের ৯০০০ বর্গ কিমি এলাকা ট্যুরিজমের নামে সাহারা কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার চুক্তি করেছে সিপিএম সরকার। এই চুক্তির ফলে হাজার হাজার দরিদ্র কৃষক তাঁদের বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু হারাবেন। ইতিমধ্যেই যে কয়েক লক্ষ দরিদ্র মানুষ নদীতে মীন ধরে জীবনযাপন করতেন, তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, মৎস্যজীবীদের ওপর আরোপ করা হয়েছে নানা বিধিনিষেধ।

**ইনসেটে কমরেড প্রবোধ পুরকায়েত**

সর্বোপরি এই চুক্তি অনুযায়ী ট্যুরিজম কেন্দ্র গড়ে উঠলে তা হবে বেলেল্লাপনার কেন্দ্র; সুন্দরবন হারাবে তার সংস্কৃতি ও নিজস্বতা। এলাকার দরিদ্র মহিলারা হবেন ধনীদের লালসার শিকার। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই স্থানীয় মানুষকে সংগঠিত করে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে, গঠিত হয়েছে অসংখ্য প্রতিরোধ কমিটি। সেগুলোকে সংগঠিত রূপ দিতে তৈরি হয়েছে 'সুন্দরবন জনস্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষা কমিটি।' সংগঠিত হয়েছে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, কনভেনশন, সমাবেশ। সরকার ও সাহারা কোম্পানি আপাতত পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের কুলতলি ব্লকের গুড়গুড়িয়া-ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য

দিয়ে বয়ে যাওয়া হুকাহারানিয়া নদী বেঁধে জলাধার তৈরির নামে মেছোঘেরি তৈরি করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সিপিএম সরকার। নদীর দুটি মুখ বেঁধে দিয়ে, ম্যানগ্রোভ অরণ্য কেটে ধ্বংস করেছে। এর ফলে আশেপাশের ৮/১০টি অঞ্চলের হাজার হাজার মৎস্যজীবীর জীবনজীবিকা ধ্বংসের মুখে। মৎস্যজীবীদের রায়দিঘী ও ঢাকির মুখ পর্যন্ত যেতে ৪০-৪৫ কিমি বেশি ঘুরতে হচ্ছে। প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে লাগাতার কনভেনশন, হাটসভা, পথসভা, সাইকেল মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে তীব্র জনমত গড়ে উঠেছে। কুলতলির বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের নেতৃত্বে এই গণআন্দোলনের পরিপূরক আইনি লড়াইও পরিচালিত হয়েছে। এখন সরকার স্থায়ীভাবে নদী বাঁধার কাজ থেকে পিছু হঠেছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে অন্য কোনও শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ না নিয়ে ২০০০ সালে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কেন্দ্রীয় প্রস্তাবে রাজ্যের সিপিএম সরকার সম্মতি দেয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎ লাভজনক নয়, পারমাণবিক বর্জ্যে যে তেজস্ক্রিয়তা ঘটে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এতদ্‌সত্ত্বেও এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল পারমাণবিক অস্ত্র বানানো। স্বাভাবিকভাবেই এস ইউ সি আই এর প্রতিরোধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন ও ব্যাপক জনমতের চাপে সিপিএম শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য হয়। সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নের দাবিতে গড়ে ওঠা 'সুন্দরবন উন্নয়ন মঞ্চে'র পাশে রয়েছেন বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সুন্দরবন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে নদীবাঁধ নির্মাণ, ভেঙে যাওয়া বাঁধ দ্রুত নির্মাণ, শুখা মরশুমে বাঁধ মেরামতির কাজ শেষ করা, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য দ্রুত ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে পাথরপ্রতিমা ব্লক নাগরিক কমিটি। জলনিকাশির প্রধান পথ সাতপুকুরিয়া নদী দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় মথুরাপুর ১নং ব্লক সহ কুলপি ব্লকের চণ্ডীপুর, গাজিপুর-রামকৃষ্ণপুর, ঢোলা এবং মন্দিরবাজার ব্লকের গাববেড়িয়া, ঘাটেশ্বর অঞ্চলে হাজার হাজার বিঘার আমন চাষ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। সংস্কারের জন্য সেচ বিভাগের ১০ লক্ষ টাকা সিপিএম পরিচালিত মথুরাপুর পঞ্চায়েত সমিতি আত্মসাৎ করে। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। রায়দিঘিতে সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েত কর্তৃক মিড ডে মিলের হাজার হাজার মণ চাল আত্মসাৎ করার ঘটনা হাতে-নাতে ধরে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়।

## মৎস্যজীবীদের আন্দোলন

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিসারমেন অ্যাসোসিয়েশন এবং সাউথ সুন্দরবন ফিসারম্যান অ্যান্ড ফিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে ও কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের পরিচালনায় দরিদ্র মৎস্যজীবীরা ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং জলপথ ব্যবহারের জন্য রাজ্য



সরকারের চাপানো বিপুল ট্যাক্সের বিরুদ্ধে এবং জলদস্যুদের হাত থেকে নিরাপত্তা, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ ও সরকারি অনুদানের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন করে বহু দাবি আদায় করেছেন।

## রাস্তা ও সেতু সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন

মুর্শিদাবাদের ধূলিয়ানে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা পথ অবরোধ করে এবং দাবি আদায় করে। রাস্তা মেরামতের দাবিতে নামখানায় ৪৮ ঘণ্টা বন্‌ধ পালিত হয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাবি মেনে নেয় প্রশাসন। মন্দিরবাজারে অসমাপ্ত রাস্তা শেষ করা ও ভেঙে পড়া সেতু সংস্কারের দাবিতে হাজার হাজার মানুষ পথ অবরোধ করেন। ১৫ দিনের মধ্যে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পুরুলিয়ায় রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ও ভগ্ন সেতু মেরামতির দাবিতে নিতুরিয়ায় স্বাক্ষর সংগ্রহ, ডেপুটেশন এবং অবশেষে রাস্তা অবরোধ করা হয়। প্রশাসন রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করে। মেদিনীপুরের মেচেদায় রেলস্টেশন ও কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার জন্য ৪০নং জাতীয় সড়ক থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ হয়। ২ দিনের মধ্যে রাস্তা সারানোর কাজ শুরু করে হাইওয়ে দপ্তর।

## চাষী আন্দোলন

'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' — একথা বলতে বলতেই রাজ্যের সিপিএম সরকার কৃষির ভিত্তিমূলে আঘাত করে চলেছে। চাষীদের কাছ থেকে হাজার হাজার একর চাষযোগ্য জমি কেড়ে নিয়ে বিদেশি মালিক সালিম গোষ্ঠীর হাতে তুলে

দেওয়ায় হাজার হাজার কৃষক জমি হারিয়ে ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। একদিকে সার, বীজ সহ কৃষি সরঞ্জামের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, অন্যদিকে ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার ফলে কৃষকরা শুধু সর্বস্বান্ত হচ্ছে তাই নয়, আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হচ্ছে। সরকারের সরবরাহ করা বন্ধ্যা বীজ চাষ করে নিষ্ফলা খেতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া ছাড়া সর্বস্বান্ত কৃষকের অন্য কোন পথ থাকছে না। এছাড়াও পঞ্চায়েতি ট্যাক্সের নামে আরও এক দফা ট্যাক্সের বোঝা ছাড়াও গত ২৪ বছরের বকেয়া খাজনার বোঝা সহ নানা ধরনের ট্যাক্সের বোঝা সরকার কৃষক ও সাধারণ গ্রামীণ মানুষের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। সরকারের এই চূড়ান্ত কৃষকস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে একমাত্র এস ইউ সি আই এবং তার কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এস ইউ সি আইয়ের আন্দোলনের চাপেই সরকার এখনও রাজ্যব্যাপী পঞ্চায়েতি ট্যাক্স চালু করতে পারেনি।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর কৃষক ও খেতমজুর জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে রাজ্য কনভেনশনে কয়েক হাজার কৃষক ও খেতমজুর যোগ দেন। ১৪ নভেম্বর হাজার হাজার কৃষক ও খেতমজুর কলকাতায় আইনঅমান্য করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। আন্দোলনের ফলে কিছু জেলায় খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

১০০ দিনের কাজের কর্মসূচির বহু ঘোষণা হলেও এ রাজ্যে তা কার্যকরী হয়নি। এই সংগঠনই এই কর্মসূচিতে কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করিয়ে কাজের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও জেলায় জেলায় কৃষকদের নানা দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠছে। কোচবিহারের হলদিবাড়ি পাটচাষী সংগ্রাম কমিটি পাটের ন্যায্যমূল্য এবং জেসিআই কর্তৃক পাট কেনার দাবিতে, টমেটো তোলার সময়ে ব্যবসায়ীদের দাম কমিয়ে রাখার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে কৃষক সংগ্রাম সমিতি। পঞ্চায়েতি ট্যাক্স চাপানোর প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে উঠেছে মেদিনীপুর, কোচবিহার, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন পঞ্চায়েতে। উত্তর ২৪ পরগণার আর আই অফিসের দুর্নীতি ধরে হাজার হাজার টাকা চাষীদের ফেরৎ করানো হয়েছে। আন্দোলনের চাপে নিয়মবহির্ভূত খাজনা আদায় অনেকটাই বন্ধ করা গেছে। কয়েক হাজার কৃষকের প্রায় আড়াই কোটি টাকার ঋণ মকুব করানো হয়েছে। আন্দোলনের চাপে পাঁশকুড়া পুরসভার বর্ধিত খাজনা প্রত্যাহার করানো সম্ভব হয়েছে।

## ছাঁটাই ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন

শ্রমসংস্কারের নামে নিত্যনতুন আইনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের অধিকারগুলি যেমন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তেমনই কলেকারখানায় শ্রমিকদের বাধ্য করা হচ্ছে কালাচুক্তি মেনে নিতে।

২০০২ সালে চটশিল্পে উৎপাদন ভিত্তিক বেতন, একই কাজে দু'ধরনের বেতন সংক্রান্ত কালাচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে সিপিএম, সিপিআই, কংগ্রেস পরিচালিত

শ্রমিকদের জমায়েত

ইউনিয়নগুলি। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রবল বিরোধিতায় এই চুক্তি চালু করা যায়নি। নৈহাটি জুটমিলে আটটি ইউনিয়ন গোপনে ম্যানেজমেন্টের সাথে চক্রান্ত করে স্থির করেছিল, সারা মিলে মজুরদের স্থায়ী কাজগুলি কন্ট্রাক্টরদের হাতে তুলে দেবে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অনমনীয় মনোভাব ও আন্দোলনের ফলে তা বানচাল হয়ে যায়।

চা-শিল্পেও অনুরূপ কালাচুক্তির বিরুদ্ধে ও বন্ধ কারখানাগুলি খোলার দাবিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গে ঐতিহাসিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আন্দোলনের চাপে ছাঁটাই চা-শ্রমিকদের রেশন দেওয়ার দাবি মানতে এবং বন্ধ বাগানের জমি বিক্রি বন্ধ করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। চা শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছেন দার্জিলিং জেলার কমরেড তন্ময় মুখার্জী।

মজুরিবৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আদায় প্রভৃতি বিড়ি শ্রমিকদের বহু দাবি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদায় হয়েছে। এই আন্দোলনে বিড়ি-শ্রমিক কমরেড মুজিবর শেখ শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। পুরুলিয়া জেলা বিড়ি শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে বিড়ি শ্রমিকরা পরিচয়পত্রের দাবি আদায় করেছেন। উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে শ্রমিকরা মজুরিবৃদ্ধির দাবি আদায় করেছেন।

শোষিতশ্রেণীর সর্বনিম্নস্তরে রয়েছেন গৃহপরিচারিকারা। অন্যের ঘর সামলাতে নিজেদের ঘরের পানে তাকানোর যাঁদের ফুরসত হয় না, তাঁদের বেদনাকে ভাষা দিতে, সরকারের কাছে শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিপিএল তালিকাভুক্তি, স্বাস্থ্যবীমা, রেলের স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিট প্রভৃতি দাবি তুলে ধরতে গড়ে উঠেছে সারা

বাংলা পরিচারিকা সমিতি। কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলায় জেলায় হাজার হাজার পরিচারিকার লাগাতার আন্দোলনের ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়া রেলের স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিট পুনরায় চালু হয়েছে। এছাড়াও পরিচারিকাদের উপর শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধেও আন্দোলন-প্রতিবাদ গড়ে তোলা হয়েছে, বহুক্ষেত্রে অপরাধীদের শাস্তিও হয়েছে।

শহরকে সুন্দর করার অছিলায় কোন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে নির্বিচারে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি লাগাতার আন্দোলন চালিয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে উচ্ছেদ রুখে দিতে সক্ষম হয়েছে। কলকাতা, রঘুনাথপুর, আদ্রা, সাঁওতালডি, বর্ধমান, মেদিনীপুরে হকাররা উচ্ছেদ রুখে দিয়েছে।

এছাড়াও অসংগঠিত ক্ষেত্রে রিক্সা, নির্মাণ, ইটভাটা, ধানকল, কাঁসা-পিতল-তাঁত, মুটে-মজুর, দড়ি বয়ন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নানা দাবি আদায় সম্ভব হয়েছে।

## মদের লাইসেন্সের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জয়

এ রাজ্যে সিপিএম পরিচালিত সরকার হাজার হাজার নতুন মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়ে চলেছে। 'রেডি টু ড্রিঙ্ক' নামে এক ধরনের হালকা মদ সাধারণ দোকানেও বিক্রি হচ্ছে। ফলে কর্মহীন, অসচেতন যুবসমাজের একটা বিরাট অংশ মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে; চুরি-ছিনতাই, মহিলাদের সম্ভ্রমহানি, ধর্ষণের ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। মদের ঢালাও লাইসেন্সের এই সরকারি নীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই, স্থানীয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিশেষ করে মহিলাদের সহযোগিতায় লাগাতার প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে কলকাতা, মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, হাওড়া সহ অন্যান্য জেলায় বহু মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। রাজ্য সরকারের মদতে অনলাইন লটারি নামে যে জুয়াখেলা বিরাট অংশের দরিদ্র মানুষর জীবনে সর্বনাশ নামিয়ে আনছে, তার বিরুদ্ধে যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও আন্দোলন গড়ে তুলে বহু অনলাইন সেন্টার বন্ধ করতে বাধ্য করেছে।

## সকলের জন্য শিক্ষার দাবিতে ছাত্র আন্দোলন

উদারীকরণ, বেসরকারীকরণের নীতি মেনেই রাজ্যে সিপিএম পরিচালিত রাজ্য

সরকার শিক্ষার মতো একটি অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রকেও একদিকে বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে অপর-দিকে সরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যা-লয়ে ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি ঘটিয়ে, ডোনেশন, ক্যাপিটেশন ফি চালু করে শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও আন্দোলন করে কয়েকশ' স্কুল-কলেজে ফি বৃদ্ধি রুখে দিতে সক্ষম হয়েছে, ডোনেশন-ক্যাপিটেশন ফি চালু করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় চালুর সময়ে সিপিএম সরকার এটিকে পুরোপুরি বৃত্তিমুখী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে চালু করতে চেয়েছিল, যা জেলার লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে সাধারণ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করত। এস ইউ সি আই এবং ডি এস ও-র উদ্যোগে জেলার শিক্ষানুরাগী মানুষদের আন্দোলনের চাপেই সরকার শেষপর্যন্ত সায়েন্স, আর্টস ও কমার্সের মত সাধারণ বিষয়গুলি চালু করতে বাধ্য হয়।

ডি ওস ও'র মেডিক্যাল ইউনিটের আন্দোলনের চাপে মেডিক্যাল কলেজে মেধাতালিকা অগ্রাহ্য করে ক্যাপিটেশন ফি'র বিনিময়ে এন আর আই কোটায় অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ৬৯ জন অনাবাসী ছাত্রছাত্রীর ভর্তি বাতিল করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স উত্তীর্ণদের ভর্তির ন্যায্য দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার এবং ছাত্রদের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ক্যাপিটেশন ফি না নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। মালদহ, মেদিনীপুর, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বীরভূম, বাঁকুড়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ বিভিন্ন জেলায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, বর্ধিত ভর্তি ফি আদায় এবং তফসিলি জাতি-উপজাতি ছাত্রদের স্টাইপেন্ড আটক রাখা ইত্যাদি রদ হয়েছে আন্দোলনের মাধ্যমে।

## নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন

সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যত বলছেন এ রাজ্য আইনশৃঙ্খলার 'মরূদ্যান', তত কংগ্রেস, বিজেপি সরকার পরিচালিত রাজ্যগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নারী নির্যাতনের ঘটনা। বেশ কিছু ক্ষেত্রে শাসক দলগুলির নেতা-কর্মীরাও ঐসব নারকীয় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। ধর্ষণ, হত্যা, নারীপাচার, অশ্লীল সিনেমা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই দল এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, ডি ওয়াই ও, ডি এস ও লাগাতার প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বহু ক্ষেত্রেই বন্ধ হয়েছে অশ্লীল সিনেমার প্রদর্শন,

ধর্ষণকারী ও হত্যাকারীর শাস্তি হয়েছে, উদ্ধার হয়েছে পাচার হয়ে যাওয়া মহিলারা। 'জীবনশৈলী'র নামে স্কুলে যৌনব্যভিচার শিক্ষার নবতম সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে চলছে ধারাবাহিক আন্দোলন।

## বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দীর্ঘদিন ধরেই বন্যা, গঙ্গা-পদ্মা ভাঙনের সমস্যা, বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন দক্ষিণ ২৪ পরগণার দ্বীপাঞ্চলে নদী ও সামুদ্রিক ভাঙনের সমস্যা, এবং পুরুলিয়া-বাঁকুড়া সহ কয়েকটি জেলার খরার সঙ্কটে জর্জরিত। ২০০০ সালের বিধ্বংসী বন্যায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু সহ এ রাজ্যের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিপন্নদের উদ্ধার এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত উদাসীনতা ও নিষ্ঠুর দায়িত্বহীনতার প্রতিবাদে, কন্ট্রাক্টর-দুর্বৃত্তচক্রের কোটি কোটি টাকা লুঠের তাণ্ডব

প্রতিরোধে এবং বন্যা-ভাঙন ও খরাপীড়িত সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। জেলায় জেলায় গড়ে উঠেছে বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি, খরা প্রতিরোধ কমিটি, গড়ে উঠেছে গণআন্দোলন। পাশাপাশি সরকার ও প্রশাসনের দেখা পাওয়া গেছে — লাঠি-বন্দুক হাতে আন্দোলন দমনকারীর ভূমিকায়।

২০০০ সালের ১৭ জুলাই মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় মানুষ জড়ো হয়ে ভাঙনরোধের নামে অর্থ আত্মসাতের অপকর্ম রুখে দেয়। পুলিশের গুলিতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন নহিরুদ্দিন। প্রতিবাদে ১৯ জুলাই ২৪ ঘণ্টার সর্বাত্মক বন্ধ পালিত হয় গোটা মুর্শিদাবাদে। প্রবল বিক্ষোভের চাপে জেলা প্রশাসন বর্ষায় বোল্ডার ফেলার কাজ বন্ধ করার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

২০০০ সালের বিধ্বংসী বন্যার পর ঐ বছরের ২৪ অক্টোবর বন্যায় মৃত মানুষদের স্মরণে গোটা রাজ্য জুড়ে এস ইউ সি আই আহূত শোকপালনের কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিলেন সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।



## সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন

১৯৮৯-১৯৯১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের বিপদ বৃদ্ধি পেল — এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেয়। এই লক্ষ্য থেকে এস ইউ সি আই ১৯৯৪ সালে কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন আহ্বান করে। রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম, তুরস্ক, কঙ্গো, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ,

নেপাল প্রভৃতি দেশ থেকে কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিরা যোগ দেন। ঐ কনভেনশন থেকেই গঠিত হয় অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম। গোটা বিশ্বে এই আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ফোরামের শাখা গড়ে ওঠে। যুগোশ্লাভিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক সহ বিভিন্ন দেশে ও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রের প্রতিটি ঘটনায় এবং ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণবাদী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ফোরাম সোচ্চার হয়েছে।

## সামাজিক আন্দোলনে এস ইউ সি আই

শুধু গণআন্দোলনই নয়, এস ইউ সি আই দেশজুড়ে বহু সেবা ও কল্যাণমূলক কাজ করে চলেছে। দলের কর্মীরা গরিব ছাত্রদের জন্য কয়েকশত ফ্রি-কোচিং সেন্টার চালায়, ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প সংগঠিত করে। সমস্ত জাতীয় বিপর্যয়ে, যথা এ রাজ্যের বন্যাত্রাণে, ওড়িশার সুপার সাইক্লোনে, মহারাষ্ট্র-গুজরাটের ভূমিকম্পে, বিহার-আসামের বন্যায়, আন্দামান-তামিলনাড়ু-পণ্ডিচেরিতে সুনামি দুর্গত মানুষদের জন্য এই দলের কর্মীরাই জনগণের কাছ থেকে অর্থ ও ওষুধ সংগ্রহ করে মাসের পর মাস রিলিফের কাজ করেছে।

## বিপ্লবী চরিত্র গঠনের সংগ্রাম

অতীতে দিনের মনীষীদের জীবনচর্চার ভিত্তিতে আজকের যুগোপযোগী উন্নততর মূল্যবোধ অর্জনের উদ্দেশ্যে দল ও তার গণসংগঠনগুলির উদ্যোগে চলছে নিরন্তর

সংগ্রাম। সেই উদ্দেশ্যে শহীদ ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকউল্লা, মাস্টারদা, প্রীতিলতা, নেতাজী এবং রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, প্রেমচন্দ, রোকেয়া, আইনস্টাইন, নরম্যান বেথুন প্রমুখের শতবার্ষিকী এবং জন্ম অথবা মৃত্যুদিবস সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমবায়ে কমিটি গঠন করে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করে চলেছে। এবং সে উপলক্ষ্যে জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ, উদ্ধৃতি, আলোকচিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের জীবনসংগ্রামের নানা দিক ছাত্র-যুবকদের সামনে তুলে ধরা হয়।

**নির্বাচনের পর কেউ না কেউ সরকার গঠন করবে। কিন্তু যারাই ক্ষমতায় যাক, এটা নিশ্চিত যে জনগণের উপর সরকারের আক্রমণ আরও ভয়ঙ্কর হবে। মালিকশ্রেণীর সেবা করে কে কত বছর গদিতে থাকতে পারবে ক্ষমতালোভী দলগুলি তার হিসাব কষুক। জনগণকে ভাবতে হবে সরকারের এই আক্রমণের মুখে রুখে দাঁড়াবে কোন্ দল। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস রাজ্যে এখন বিরোধী পক্ষে, তৃণমূল দু-দুবার কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছে, রাজ্যে তাদের ৫৫ জন এম এল এ এবং কংগ্রেসের ২৯ জন। অথচ জনস্বার্থে কোন সংগ্রামী ভূমিকা তাদের নেই। তাদের বিরোধিতা শুধু ভোটের বাজার গরম করতে। এরাই বড় দল বলে পরিচিত, কিন্তু এদের শক্তি বাড়িয়ে জনগণের লাভ কী ? পুঁজিবাদের সংকট যত বাড়বে ততই জনগণের উপর সরকারি আক্রমণ বাড়বে, মানুষকে লড়তেই হবে বাঁচার জন্য। সে লড়াইতে সামনে আছে এস ইউ সি আই। আদর্শের শক্তিতে, সংগ্রামের তেজে এ-দল বড়। এই দলের শক্তিবৃদ্ধি মানে জনগণের সংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধি। এই দলকে জনগণ যত শক্তিশালী করবেন ততই সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করা যাবে। তাই গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এস ইউ সি আই প্রার্থীদের ভোট দিন, বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করুন।**

মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত এবং গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

**মূল্য — এক টাকা**